[illegible]।

■ ৯.৯ ভারতীয় কৃষি এবং গ্যাট বা শুল্ক ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ চুক্তি—বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা [Indian Agriculture and General Agreement on Tariffs and Trade or GATT—World Trade Organisation (W.T.O.)]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের জন্য 1947 সালে বিশ্বের 23টি দেশ যৌথভাবে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এটি শুল্ক ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ চুক্তি বা গ্যাট (General Agreement on Tariffs and Trade ; GATT) নামে পরিচিত। ভারত এই গ্যাটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আমদানি শুল্ক হ্রাস, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংরক্ষণ বিরোধী আইন তৈরি, বৈদেশিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশগুলির আচরণে বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গ্যাট চুক্তির শর্ত হিসাবে সদস্য দেশগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বৈঠক বা রাউন্ডে (Round) মিলিত হয়েছে। গ্যাটের আয়োজিত বিভিন্ন বৈঠকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈঠক হল উরুগুয়ে বৈঠক (Uruguay Round)। 1986 সালে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উরুগুয়ে বৈঠকে সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ তীব্র হওয়ার সঙ্গে তদানীন্তন ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল উরুগুয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি খসড়া চুক্তির বয়ান তৈরি করে। এই খসড়া ডাঙ্কেল খসড়া নামে পরিচিত। 1994 সালে উরুগুয়ে রাউন্ডের ভিত্তিতে মরোক্কোর মারাকেশে (Marrakesh) গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উরুগুয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে। এই চুক্তি "গ্যাট 1994" বা মারাকেশ চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির ভিত্তিতেই 1995 সালে স্থাপিত হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

গ্যাট 1994 চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বজনীন শুল্কের বাধা হ্রাস করে মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি। এই চুক্তির কৃষি সংক্রান্ত প্রতিবিধানের তিনটি প্রধান দিক উল্লেখ করা হল :

(১) খোলা বাজারে প্রবেশ (Market Access) : খোলা বাজারে প্রবেশের অর্থ হল সমস্য দেশ যাতে অবাধে বিদেশের বাজারে নিজের বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি আমদানি শুল্কের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বাজারে প্রবেশ সম্পর্কে গ্যাট চুক্তির প্রতিবিধান হল বাণিজ্য সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ যতদূর সম্ভব অপসারণ করার জন্য সমস্ত ধরনের শুল্কহীন (Non-Tariff) বাধাকে শুল্কে রূপান্তরিত করতে হবে। শুল্কহীন বাধাকে শুল্কে রূপান্তরিত করতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দশ বৎসরের মধ্যে শুল্কের ভিত্তি 24 শতাংশ হ্রাস করতে হবে এবং উন্নত দেশগুলিকে ছয় বৎসরের মধ্যে 36 শতাংশ হ্রাস করতে হবে। যে সমস্ত দেশ খুবই অনুন্নত সেই সমস্ত দেশকে এই ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

ভারত শুল্কহীন বাধাগুলিকে শুল্কে পরিণত করেছে এবং আমদানির ক্ষেত্রে পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়েছে। এছাড়া গ্যাট চুক্তিতে কৃষি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসের প্রতিবিধানের ক্ষেত্রেও ভারত এককভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসের পরিমাণ নির্দেশিত হার অপেক্ষা কম। উন্নত দেশগুলি বিশেষ করে জাপান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান কিন্তু শুল্কহীন বাণিজ্যিক বাধাকে সম্পূর্ণভাবে শুল্কে রূপান্তরিত করেনি।

(২) কৃষিক্ষেত্রে মোট সহায়তা প্রদানের (Aggregate Measure of Support : AMS) মাত্রা হ্রাস : কৃষিজ উৎপাদন, বিপণন ও আয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা আছে তা হ্রাস করার উপর এই চুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে প্রশাসনিক দামের (Administrative Price) মাধ্যমে এবং এর জন্য অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো উন্নয়নশীল দেশে মোট পণ্যভিত্তিক (Product Specific) বা পণ্যভিত্তিক নয় (Non-Product Specific) এরূপ সহায়তার মোট পরিমাণ (AMS) যদি দেশটির মোট কৃষি উৎপাদনের দশ শতাংশের মধ্যে থাকে (উন্নত দেশের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ) তাহলে সেই দেশকে অভ্যন্তরীণ সহায়তা হ্রাস করা থেকে রেহাই দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যদি অভ্যন্তরীণ সহায়তার পরিমাণ সর্বনিম্ন পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে উন্নয়নশীল দেশকে দশ বৎসরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সহায়তার মোট পরিমাণ 13·3 শতাংশ হ্রাস করতে হবে এবং উন্নত দেশকে ছয় বৎসরের মধ্যে 20 শতাংশ হ্রাস করতে হবে।

অশোক গুলাটি (Ashoke Gulati)-এর হিসাব অনুসারে 1992 থেকে 1997 সাল পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ সহায়তার মোট পরিমাণ ছিল ঋণাত্মক। (1992 সালে –65·8 শতাংশ থেকে 1997 সালে–28 শতাংশ)। ভারতে গমের জন্য সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য (Minimum Support Price) গমের আন্তর্জাতিক মূল্য অপেক্ষা কম। ভারত সরকার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে অভ্যন্তরীণ মোট সহায়তার পরিমাণ সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছে সেটিও ঋণাত্মক কিন্তু অশোক গুলাটির হিসাব থেকে আলাদা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, উন্নত দেশসমূহ বিশেষ করে জাপান, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষিপণ্য রপ্তানি বন্ধ করার জন্য বা যতদূর সম্ভব হ্রাস করার জন্য অভ্যন্তরীণ সহায়তার মাত্রা কিন্তু বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের জন্য গঠিত সংস্থা (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD)-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি কিন্তু নিজ নিজ দেশের কৃষি উৎপাদন ও কৃষকদের অতিরিক্ত অভ্যন্তরীণ সমর্থন দিয়ে থাকে যা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি কিন্তু দেয় না। সুতরাং অভ্যন্তরীণ সহায়তার বিষয়ে গ্যাট চুক্তিতে যে সুস্পষ্ট প্রতিবিধান আছে সেটি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না।

(৩) রপ্তানি প্রতিযোগিতা (Export Competition) : গ্যাট চুক্তির প্রতিবিধান অনুসারে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য সমস্ত সদস্য দেশকে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস করতে হবে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার ছয় বৎসরের মধ্যে উন্নত দেশগুলিকে 1986-88 সালের তুলনায় প্রত্যক্ষ রপ্তানি ভর্তুকি 36 শতাংশ হ্রাস করতে হবে এবং ভর্তুকি প্রাপ্ত রপ্তানির পরিমাণ 21 শতাংশ হ্রাস করতে হবে। অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দশ বৎসরের মধ্যে রপ্তানি ভর্তুকি 24 শতাংশ এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত রপ্তানির পরিমাণ 14 শতাংশ হ্রাস করতে হবে। যে সমস্ত দেশ খুবই অনুন্নত সেই সমস্ত দেশগুলিকে এই প্রতিবিধানের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে কয়েকটি "Green Box" তালিকা আছে যেগুলিতে সরকার ভর্তুকি হ্রাসের দায় থেকে মুক্ত।

বাস্তবে দেখা যায় অভ্যন্তরীণ সহায়তার ক্ষেত্রে গ্যাট চুক্তিতে যে সুস্পষ্ট প্রতিবিধান আছে সেটি যথাযথভাবে পালিত না হওয়ায় ভারতের কৃষি ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এছাড়া রপ্তানি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে গ্যাট চুক্তির প্রভাবও ভারতের কৃষির পক্ষে প্রতিকূল হয়েছে এবং গ্যাট চুক্তি ভারতের কৃষিজাত পণ্য

Scanned with CamScanner

রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে। এই প্রতিকূলতা হয়তো সৃষ্টি হত না যদি উন্নত দেশগুলি গ্যাট চুক্তির প্রতিবিধানগুলি মেনে নিয়ে নিজেদের রপ্তানির উপর ভর্তুকি এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্যের রপ্তানি হ্রাস করত। বাস্তবে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (OECD) অন্তর্গত দেশগুলি গ্যাট চুক্তির প্রতিবিধান অনুসারে ভর্তুকির পরিমাণ হ্রাস করেনি। গ্যাট চুক্তির প্রতিবিধান মেনে ভারত যেখানে রপ্তানির উপর ভর্তুকি এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস করেছে সেক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি গ্যাট চুক্তির এই প্রতিবিধান না মানায় ভারতে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ভারতীয় কৃষিপণ্যের দাম বিশ্ব বাজারের দামের তুলনায় কম। ভর্তুকি তুলে দেওয়ার ফলে বিশ্বের বাজারে কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও ভারতের কৃষিপণ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি, বিশেষ করে যে সমস্ত দেশ দীর্ঘকাল ধরে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তারা নিজেদের দেশের সংরক্ষণযুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার সংস্কারে আগ্রহী নয়।

1996 সালে সিঙ্গাপুরে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য নীতির বিভিন্ন দিক আলোচনার সময় মতভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। **1999 সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিয়াটল বৈঠকে** মতভেদ আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সিয়াটল বৈঠকে ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের অভিযোগ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের দেশে কৃষি ভর্তুকি হ্রাস করতে অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের কৃষি ভর্তুকি হ্রাসের জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলি যদি এইভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠন করা যায় সেটি ব্যর্থ হবে এবং ভারতও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানিতে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হবে।

2001 সালে দোহা (Doha)য় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক বসে। এই বৈঠকেও ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলির কৃষিপণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কোনো সমাধান হয়নি। কারণ আমেরিকাসহ উন্নত দেশগুলি কৃষিপণ্যের রপ্তানির উপর ভর্তুকি ক্রমাগতভাবে হ্রাস করার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দোহা বৈঠকে কৃষি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের ব্যাপারে সহমতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

2003 সালে কানকুন (Cancun)-এ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক বসে। অবাধ বাণিজ্যের ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলি যে বিশেষ অসুবিধায় পড়ছে ভারত সেটি জোরালোভাবে কানকুন বৈঠকে তুলে ধরে। ভারত ও ব্রাজিলসহ কুড়িটি উন্নয়নশীল দেশ একটি গোষ্ঠী গঠন করে (G-20) কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির উপর ভর্তুকি তুলে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এই গোষ্ঠীর চাপে উন্নত দেশগুলি কিছুটা নতি স্বীকার করে এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে রাজি হলেও এক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা কর্মসূচী কিন্তু গ্রহণ করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বিষয়ে অসন্তোষ তীব্রতর হয়।

2005 সালে হংকং-এ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হয়। এই **বৈঠকেও** উন্নয়নশীল দেশগুলি অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তা সত্ত্বেও ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলি শ্রম এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির দাবি কিছুটা পূরণ করা সম্ভব হয়। 2008 সালের জুলাই মাসে মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি সংক্রান্ত আলোচনায় সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সংক্রান্ত আলোচনা কিন্তু শুরু করা হয় 2009 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কৃষি সংক্রান্ত খসড়াতে উল্লেখ করা হয় উন্নত দেশগুলি তাদের শুল্কসীমা বার্ষিক সমান হারে 5 বৎসরে হ্রাস করে কমপক্ষে গড়ে 54 শতাংশ হ্রাস করবে। উন্নয়নশীল দেশগুলি কিন্তু তাদের শুল্কসীমা হ্রাস করে 10 বৎসরে সর্বাপেক্ষা গড়ে 36 শতাংশ হ্রাস করবে। 2017 সালের ডিসেম্বর মাসে 11-তম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরোসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মৎস্যক্ষেত্রে ভর্তুকি (Fishery subsidy) economic duties সহ বহু বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশের অভিযোগ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। ফলে যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এই সংস্থা গঠন করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়টি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখন আর ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে চাপে রেখে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়।

Scanned with CamScanner

সুতরাং গ্যাট চুক্তির প্রতিবিধানগুলি উন্নত দেশসমূহ কার্যকর না করায় ভারতের কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন 1980-81 সালে ভারতের কৃষি ও তৎসংলগ্ন দ্রব্যের রপ্তানি ছিল মোট রপ্তানির 30·6 শতাংশ। 1990-91 সালে সেটি হ্রাস পেয়ে 19·4 শতাংশ হয়। পরবর্তীকালে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে 2007-08 সালে 9·9 শতাংশ, 2008-09 সালে 9·1 শতাংশ 2010-11 সালে 9·7 শতাংশ এবং 2013-14 সালে 13·8 শতাংশ হয়। কিন্তু 2014-15 সালে এবং 2016-17 সালে হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে 12·59 শতাংশ এবং 12·26 শতাংশ হয়। ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধির হার কিন্তু সন্তোষজনক নয়। সুতরাং গ্যাট চুক্তি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রভাবে ভারতে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি কিন্তু আশানুরূপ নয়।

প্রকৃতপক্ষে কৃষি সংক্রান্ত গ্যাট চুক্তির অন্যতম শর্ত হল খোলা বাজারে অবাধ প্রবেশের সুযোগ তৈরি করতে সমস্ত ধরনের শুল্কহীন বাধাকে শুল্কে পরিণত করা এবং কৃষি ভর্তুকির হার যুক্তিযুক্ত করা। কিন্তু উন্নত দেশগুলি কৃষি সংক্রান্ত গ্যাট চুক্তি না মানার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি উন্নত দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার দখল করতে ব্যর্থ হচ্ছে অর্থাৎ রপ্তানি বৃদ্ধি আশানুরূপ হচ্ছে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

(১) উন্নত দেশগুলি যাতে গ্যাট চুক্তি ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করে কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানি শুল্ক, ভর্তুকি এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য থাকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে।

(২) ভারতে যে অর্থনৈতিক সংস্কার ও উদার অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তাতে কৃষিক্ষেত্রের উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করে কৃষিক্ষেত্রের ভিত মজবুত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য পরিকাঠামোগত সরকারি বিনিয়োগের বিশেষ প্রয়োজন। এছাড়া গ্যাট চুক্তিতে যে "Green Box" ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলির সুযোগ ভারতকে আরও বেশি গ্রহণ করতে হবে কারণ এগুলির ক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাসের দায়িত্ব সরকারের থাকে না।

(৩) উন্নত দেশগুলি যদি কৃষিপণ্য রপ্তানির উপর ভর্তুকি না তোলে তাহলে সম্ভাব্য রপ্তানিকারক হিসাবে ভারতের ক্ষতিপূরণ আদায় করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, গ্যাট চুক্তির প্রতিবিধানগুলি যদি প্রতিটি সদস্য দেশই যৌথভাবে রূপায়িত করতো তাহলে প্রতিটি দেশই হয়তো লাভবান হতো। বাস্তব পরিস্থিতিতে যেহেতু সেটি সম্ভব হচ্ছে না সেইজন্য নিজের কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির স্বার্থে ভারতকে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং উন্নত দেশগুলি ভর্তুকি হ্রাস না করার ফলে ভারতের যে ক্ষতি হচ্ছে তার জন্য ভারতের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

Scanned with CamScanner